ট্রিয়ামব্যাক এস. হেগড়ে

বনাম

শ্রীপদ

(২০১১ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর)

২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

[এন. ভি. রমনা, প্রধান বিচারপতি, সূর্য কান্ত এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ – ধারা ১১৮ এবং ১৩৯ – আপিলকারীর দাবি ছিল যে প্রতিপক্ষ তার বাড়ি বিক্রি করার জন্য তার কাছে এসেছিল- এর ফলস্বরূপ, প্রতিপক্ষ ০৬.০৬.১৯৯৬ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং মোট চুক্তিকৃত মূল্য ৪,০০,০০০/- টাকার মধ্যে ৩,৫০,০০০/- টাকা অগ্রিম গ্রহণ করে- পরে, আপিলকারী জানতে পারেন যে বাড়িটি প্রতিপক্ষের পিতার নামে নিবন্ধিত এবং প্রতিপক্ষের এটি বিক্রির কোনও অধিকার ছিল না- আপিলকারী ৩,৫০,০০০/- টাকা ফেরতের দাবি করেন, তবে প্রতিপক্ষ পুরো অর্থ পরিশোধের পরিবর্তে ১,৫০,০০০/- টাকার একটি চেক প্রদান করেন- ব্যাংকে চেকটি জমা দেওয়া হলে এটি "অপর্যাপ্ত অর্থ" উল্লেখসহ প্রত্যাখ্যাত হয়- পরে, আপিলকারী চেক প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে প্রতিপক্ষকে নোটিশ পাঠান, তবে কোনও জবাব পাওয়া যায়নি- এরপর, আপিলকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ধারা ১৩৮ এর অধীনে মামলা দায়ের করেন- জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস (জেএমএফসি) প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাকে ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড এবং ২,০০,০০০/- টাকার জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেন- এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাখিল করা আপিলগুলি সেশন জজ দ্বারা খারিজ করা হয়- উচ্চ আদালতে, প্রতিপক্ষ দাবি করেন যে আপিলকারীর এক আত্মীয়, যিনি তার আইনজীবীর চেম্বারে জুনিয়র ছিলেন, সেই প্রভাবের কারণে প্রতিপক্ষকে চুক্তি এবং চেক স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়, যদিও কোনও অর্থ প্রদান করা হয়নি- এই যুক্তি মেনে উচ্চ আদালত প্রতিপক্ষের দণ্ডাদেশ বাতিল করে- পরবর্তী আপিলে, সিদ্ধান্ত হয় যে চুক্তি এবং প্রত্যাখ্যাত চেকের উপর স্বাক্ষর অস্বীকার না করার কারণে ধারা ১১৮ এবং ১৩৯ এর অধীনে আইনত যে অনুমান তৈরি হয়, তা থাকবে যতক্ষণ না তা খণ্ডিত হয়- প্রতিপক্ষের দাবি ছিল যে আপিলকারীর এক আত্মীয়, যিনি তার আইনজীবীর জুনিয়র, তার প্রভাব ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের

চেকের ওপর স্বাক্ষর গ্রহণ করেছেন তবে, উক্ত স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য এমন প্রয়োজন কেন উদ্ভূত হয়েছিল, যদি পক্ষগুলির মধ্যে কোনও লেনদেন না হয়ে থাকে, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই- এছাড়াও, এই দাবি প্রথমবার উচ্চ আদালতে উত্থাপিত হয়- চেক প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে প্রেরিত নোটিশের কোনও জবাব প্রতিপক্ষ দেননি, এবং এই যুক্তি জেএমএফসি (জেএমএফসি) বা সেশন জজের সামনে উত্থাপন করা হয়নি- আরও, প্রতিপক্ষ কেন সেই একই আইনজীবীকে নিয়োগ করলেন, যার জুনিয়র তার স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য প্রভাব প্রয়োগ করেছিলেন, তারও কোনও ব্যাখ্যা নেই- এটি আরও অযৌক্তিক যে কেন ৩,৫০,০০০/- টাকার পুরো অর্থের পরিবর্তে ১,৫০,০০০/- টাকার কম পরিমাণের চেক গ্রহণ করা হলো, যদি প্রভাব প্রয়োগ করা হয়ে থাকে- এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রাধান্য সম্ভাবনার মানদণ্ডেও খণ্ডনযোগ্য প্রমাণ হিসেবে ব্যর্থ- উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক- জেএমএফসি কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তের আদেশ বহাল রাখা হলো, তবে শাস্তি সংশোধন করা হয়- প্রতিপক্ষকে কেবল ২,৫০,০০০/- টাকা জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হলো।

আংশিকভাবে আপিল মঞ্জুর করে আদালত

বলে: ১. এই মামলার ঘটনাবলী এবং উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, 'প্রদর্শনী পি-৬' এবং 'প্রদর্শনী পি-২' চিহ্নিত নথিপত্রগুলোতে থাকা স্বাক্ষর নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। 'প্রদর্শনী পি-২' হলো সেই প্রত্যাখ্যাত চেক যার ভিত্তিতে অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর বিচারিক হাকিমের আদালতে উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, বিবাদী চেকে থাকা স্বাক্ষরের বিষয়টি অস্বীকার করেননি। যদি পরিস্থিতি এমন হয়, তবে নিম্ন আদালতসমূহের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী চেকের ধারক বা আপিলকারীর পক্ষে 'নিগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট'-এর ১৩৯ ধারা মোতাবেক একটি আইনি অনুমান বা পূর্বধারণা তৈরি হবে। যেহেতু বিবাদী চেকে স্বাক্ষর করেছেন, তাই আপিলকারী কর্তৃক অর্থ প্রদানের প্রেক্ষাপটে উক্ত আইনের ১১৮(ক) ধারা অনুযায়ী প্রতিদান বা বিনিময় মূল্যের উপস্থিতির একটি আইনি অনুমান গঠিত হবে। উক্ত বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হচ্ছে, ততক্ষণ এই অনুমান বলবৎ থাকবে। [আনুচ্ছেদ ১১,১২ এবং ১৩][৯৭-ডী-জি; ১৯৮-এ]

২. তাত্ক্ষণিক ঘটনাতে, মামলাটি উত্থাপন করা হয়েছিল যে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি লেনদেন হয়েছিল যেখানে প্রতিপক্ষ

বাড়িটি বিক্রি করতে সম্মত হয়েছিল যার জন্য অগ্রিম পরিমাণ ৩,৫০,০০০/- টাকা (মাত্র তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) প্রদান করা হয়েছিল। আবেদনকারী বুঝতে পেরেছিলেন যে, সম্পত্তির যথাযথ মালিকানা তাঁর নেই এবং লেনদেনটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, তাই প্রতিপক্ষর জারি করা চেকটি অগ্রিম অর্থের আংশিক পরিশোধের জন্য ছিল। যেহেতু চুক্তিতে স্বাক্ষর (প্রদর্শনী পি-৬) এবং আরও বিশেষভাবে অসম্মানিত চেক (প্রদর্শনী পি-২) বিতর্কিত ছিল না, তাই আইনে প্রদত্ত অনুমানটি উত্থাপিত হয়েছিল। এই ধরনের অনুমান প্রত্যাখ্যান না হওয়া পর্যন্ত থাকবে। যাইহোক, প্রশ্নটি হল যে, নথিতে উপলব্ধ উপাদান বা উত্থাপিত যুক্তিতর্কের প্রকৃতি থেকে কি এটা সংগ্রহ করা যেতে পারে যে, প্রতিপক্ষর দ্বারা এই অনুমান প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। হাইকোর্ট যেমন উল্লেখ করেছে, প্রতিপক্ষর যুক্তি ছিল যে, আপিলকারীর আত্মীয় তার উকিলের অফিসে জুনিয়র ছিলেন, যিনি একটি দেওয়ানি মামলায় প্রতিপক্ষর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সেই আলোকে, আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, এই ধরনের প্রভাবশালী অবস্থানের কারণে, অর্থ প্রদান না করা হলেও প্রতিপক্ষকে চুক্তি এবং চেকে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই গল্পটি প্রথমবার হাইকোর্টের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই বিষয়ে কোনও পরামর্শ বা স্বীকারোক্তি নেই যা প্রতিপক্ষর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা দাবি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পিডব্লিউ১-কে তার জেরা করার সময় যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তা হল আবেদনকারীর খুড়তুতো ভাই একজন উকিল ছিলেন এবং চুক্তিতে প্রবেশের আগে তিনি তার সাথে পরামর্শ করেছিলেন কিনা, যার উত্তরে পিডব্লিউ১ জবাব দিয়েছে যে তিনি তা করার প্রয়োজন খুঁজে পাননি। তার খুড়তুতো ভাই একজন উকিল বলে স্বীকারোক্তি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না যে তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি একটি প্রভাবশালী অবস্থানে ছিলেন। [আনুচ্ছেদ ১৭][২০০-ডী-এইচ; ২০১-এ]

৩. অধিকন্তু, যদিও প্রতিপক্ষ এই যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে আবেদনকারীর কোনও আত্মীয় তাঁর আইনজীবীর কনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি চেকে স্বাক্ষর সুরক্ষিত করার জন্য তাঁর প্রভাবশালী অবস্থানটি ব্যবহার করেছেন, তবে পক্ষগুলির মধ্যে কোনও লেনদেন না হলে প্রতিপক্ষর স্বাক্ষর সুরক্ষিত করার জন্য তাঁর কেন এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল তা নির্দেশ করার জন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই। তা ছাড়া, যে গল্পটি পরীক্ষা করা হবে তাও প্রথমবার হাইকোর্টের সামনে পেশ করা হয়েছিল। রেকর্ড থেকে স্পষ্ট যে, আপিলকারী কর্তৃক চেক বন্ধ হওয়ার বিষয়টি জানানো

এবং পরিশোধের দাবি জানিয়ে প্রদত্ত নোটিশ বিপক্ষপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোনো জবাব দেওয়া হয়নি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, সত্য না হলে এই ধরনের যুক্তি উপস্থাপনের জন্য উপলব্ধ প্রথম সুযোগটি কাজে লাগানো হয়নি। এমনকি বিদ্বান বিচারপতি এম. এফ. সি-র সামনে কার্যধারাতেও, প্রতিবাদী ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে রেকর্ড করা বিবৃতিতে এই ধরনের ব্যাখ্যা পেশ করেননি বা এই বিষয়ে নিজেকে বা কোনও সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য বেছে নেননি। এমনকি বিদ্বান দায়রা জজ-এর কাছে দায়ের করা আবেদনেও এই যুক্তি উত্থাপিত হয়নি। [আনুচ্ছেদ ১৯][২০১-ই-এইচ; ২০২-এ-বি]

৪. উপরন্তু, যে গল্পটি একটি পরবর্তী চিন্তা থেকে আলাদা করা হয়েছে, তা আপাতদৃষ্টিতে রেকর্ডের বিপরীত বলে মনে হয়, কারণ এটি দেখা যায় যে, যে উকিলের জুনিয়র প্রভাবশালী পদে ছিলেন, সেই একই বিদ্বান উকিল যিনি এই মামলায় প্রতিপক্ষর পক্ষে ছিলেন। যা বলা হয়েছিল তা যদি সত্য হয়, তবে প্রতিপক্ষ উক্ত উকিলের নজরে একই বিষয় নিয়ে আসতেন এবং এমন পরিস্থিতিতে সেই একই উকিলকে নিযুক্ত করতেন না যার জুনিয়রের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল এবং অসম্মান চেক সম্পর্কিত মামলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাকে নিযুক্ত করতেন না যা একই বিষয়ের ছিল। উপরন্তু, যদি চেকটি এমন পরিস্থিতিতে সুরক্ষিত থাকত এবং স্বেচ্ছামূলক না হত, তবে এটি বোঝা কঠিন যে কেন এটি ১,৫০,০০০/- টাকার (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) জন্য টানা হত যখন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এটি ছিল যে প্রদত্ত অগ্রিম পরিমাণ ছিল ৩,৫০,০০০/-(তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) এবং পুরো অগ্রিম অর্থ ফেরত দিতে হত। স্বাভাবিক আচরণটি যদি এমন হত তবে পুরো পরিমাণের জন্য সুরক্ষিত থাকত। এই সমস্ত দিকগুলি বিবেচনায় রেখে, প্রতিপক্ষর দ্বারা উপস্থাপিত মামলাটি প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না, এমনকি সম্ভাবনার প্রাধান্যের স্পর্শস্তম্ভের উপর পরীক্ষা করা হলেও। অতএব, বর্তমান তথ্যে এটি ধরে নেওয়া যায় না যে আপিলকারীর পক্ষে যে অনুমান উত্থাপিত হয়েছিল তা এখানে প্রতিপক্ষ সফলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাই হাইকোর্ট তার উপসংহারে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। [আনুচ্ছেদ ২০][২০২-বি-এফ]

কে. ভাস্করন বনাম শঙ্করন বৈদ্যন বালান ও আনার (১৯৯৯) ৭ এস. সি. সি ৫১০: [১৯৯৯] ৩ সম্পূরক. এস.সি.আর. ২৭১-নির্ভরশীল।

বাসলিঙ্গপ্পা বনাম মুদিবাসপ্পা (২০১৯) ৫ এস. সি. সি ৪১৮: [২০১৯] ৬ এস.সি.আর. ৫৫৫-বিশিষ্ট।

কে. চিন্নাস্বামী রেড্ডি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্য এআইআর ১৯৬২ এসসি ১৭৮৮: [১৯৬৩] এসসিআর ৪১২; কৌশল্যা দেবী মাসান্দ বনাম রূপকিশোর খোরে (২০১১) ৪ এসসিC ৫৯৩: [২০১১] ৩ এসসিআর ৮৭৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

[১৯৯৯] ৩ সম্পূরক. এস.সি.আর. ২৭১	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৩
[২০১৯] ৬ এস.সি.আর. ৫৫৫	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৬৩] এস.সি.আর. ৪১২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০১১] ৩ এস.সি.আর. ৮৭৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২১

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১১ এর ফৌজদারি আপিল নং ৮৪৯-৮৫০।

কর্ণাটক হাইকোর্টের ০১.১২.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, ধারওয়াড়ের সার্কিট বেঞ্চ ২০০৬ সালের ফৌজদারি সংশোধন পিটিশন নং ১২৮২ এবং ২০০৬ সালের ফৌজদারি সংশোধন পিটিশন নং ১৪৮১-এ।

রাজেশ ইনামদার, জাভেদুর রেহমান, রউফ রহিম, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

জি. ভি. চন্দ্রশেখর, এন. কে. ভার্মা, শ্রীমতী অপেক্ষা ডি., শ্রীমতী অঞ্জনা চন্দ্রশেখর, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এ.এস. বোপান্না, বিচারপতি

১. আবেদনকারী এই আদালতের সামনে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার পিটিশন ১৪৮১/২০০৬ নম্বরের সাথে যুক্ত ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার পিটিশন নম্বর ১২৮২/২০০৬-এ ০১.১২.২০০৯ তারিখের সাধারণ আদেশকে অভিযুক্ত করছেন। কর্ণাটক হাইকোর্ট দ্বারা পাস করা। উক্ত আদেশের মাধ্যমে বিদ্বান একক বিচারক এখানে প্রতিপক্ষর দায়ের করা ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার পিটিশন নম্বর ১২৮২/২০০৬-এর অনুমতি দিয়েছেন। এখানে আবেদনকারীর দায়ের করা ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার পিটিশন নম্বর ১৪৮১/২০০৬ খারিজ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, বিদ্বান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে এবং বিদ্বান দায়রা জজ দ্বারা নিশ্চিত করা প্রতিপক্ষর দোষী সাব্যস্তকরণ বাতিল করা হয়েছে।

২. আপিলকারীর মামলাটি হল যে গত কয়েক বছর ধরে তাঁর পরিচিত প্রতিপক্ষ আপিলকারীর কাছে গিয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে তাঁর আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি সিরসি শহরে অবস্থিত বাড়িটি বিক্রি করতে চান। আপীলকারী ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ মাত্র) টাকার দরকষাকষিকৃত মোট বিক্রয় বিবেচনার জন্য এটি ক্রয় করতে সম্মত হন বিক্রয় বিবেচনার জন্য এটি কিনতে রাজি হন।

০৬.০৬.১৯৯৬ তারিখে প্রতিপক্ষ একটি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ৩,৫০,০০০/- টাকা (মাত্র তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) অগ্রিম হিসাবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে, কিছু অনুসন্ধানের পর আপিলকারী জানতে পারেন যে বাড়িটি প্রতিপক্ষের পিতার নামে নিবন্ধিত এবং প্রতিপক্ষের এটি বিক্রির কোনও অধিকার ছিল না। এই পরিস্থিতিতে, আপিলকারী তার প্রদত্ত ৩,৫০,০০০/- টাকা (মাত্র তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) অগ্রিম ফেরত দাবি করেন। প্রতিপক্ষ পুরো অর্থ পরিশোধের পরিবর্তে ১৭.০৫.১৯৯৮ তারিখে ১,৫০,০০০/- টাকা (মাত্র এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) চেক ইস্যু করেন, যা আংশিক অর্থ ছিল। আপিলকারী ২০.০৫.১৯৯৮ তারিখে চেকটি নগদায়নের জন্য জমা দেন, তবে এটি "অপর্যাপ্ত অর্থ" উল্লেখসহ প্রত্যাখ্যাত হয়।

৩. আপিলকারী প্রতিপক্ষকে একটি নোটিশ প্রদান করেন, যেখানে চেক প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে জানানো হয় এবং চেকের পরিমাণ পরিশোধের দাবি করা হয়। প্রতিপক্ষ নোটিশ গ্রহণ করলেও তার কোনও জবাব দেননি। এই পরিস্থিতিতে, আপিলকারী ফৌজদারি কার্যবিধি এর ধারা ২০০ এর অধীনে ১৪.০৭.১৯৯৮ তারিখে সিরসির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্ট ক্লাস (জেএমএফসি) এর আদালতে একটি অভিযোগ দায়ের করেন, যা ফৌজদারি মামলা নং ৭৯০/২০০০ হিসাবে নিবন্ধিত হয়। উক্ত অভিযোগের মাধ্যমে আপিলকারী নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ (এন.আই. অ্যাক্ট) এর ধারা ১৩৮ এর অধীনে প্রতিপক্ষের বিচার দাবি করেন। জেএমএফসি (জেএমএফসি) উভয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিয়ে ০৯.০৬.২০০৫ তারিখে রায় প্রদান করেন এবং এন.আই. অ্যাক্ট এর ধারা ১৩৮ এর অধীনে অপরাধের জন্য প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করেন। প্রতিপক্ষকে ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড এবং ২,০০,০০০/- টাকা (মাত্র দুই লক্ষ টাকা) জরিমানা প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। জরিমানার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, প্রতিপক্ষকে অতিরিক্ত তিন মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে বলা হয়। জরিমানার অর্থের মধ্যে ১,৯৫,০০০/- টাকা (মাত্র এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা) আপিলকারীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৪. প্রতিপক্ষ, ০৯.০৬.২০০৫ তারিখে জেএমএফসি কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে, উত্তর কন্নড়, কারওয়ার জেলার জেলা ও সেশন বিচারকের আদালতে ফৌজদারি আপিল নং ৫৭/২০০৫ দাখিল করেন। একই সঙ্গে, আপিলকারীও প্রতিপক্ষের ওপর আরোপিত শাস্তি বাড়ানোর জন্য ফৌজদারি আপিল নং ৬৫/২০০৫ দাখিল করেন, কারণ তিনি ১,৯৫,০০০/- টাকার ক্ষতিপূরণকে অপর্যাপ্ত বলে মনে করেন।

১৯৫ বিদ্বান দায়রা জজ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে এবং সাক্ষ্যের উপর পুনর্মূল্যায়ন করে উভয়ই পৃথক পৃথক রায়ের মাধ্যমে উভয় আপিল খারিজ করে দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিপক্ষ ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার পিটিশন নং ১২৮২/২০০৬-এ পুনর্বিবেচনার পিটিশন দায়ের করেন এবং আবেদনকারী এখানে হাইকোর্টের কাছে সংযুক্ত পুনর্বিবেচনার পিটিশন নং ১৪৮১/২০০৬ দায়ের করেন। বিদ্বান একক বিচারক, যেমন উল্লেখ করেছেন, এখানে প্রতিপক্ষর দ্বারা দায়ের করা পুনর্বিবেচনার পিটিশনকে অনুমতি দিয়েছেন এবং বিদ্বান বিচারপতি এম. এফ. সি দ্বারা পাস করা দোষী সাব্যস্ত করার আদেশটি বাতিল করে দিয়েছেন, যা বিদ্বান দায়রা জজ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। সেই পটভূমিতে, এই আপিলগুলি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে।

৫. আমরা আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী রাজেশ ইনামদার, প্রতিপক্ষর আইনজীবী শ্রী জি. ভি. চন্দ্রশেখরকে শুনেছি এবং আপিলের কাগজপত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

৬. বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে, আবেদনকারী নিজেকে পিডব্লিউ১ হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন এবং প্রদর্শনী পিএল থেকে পি৬-এ নথিগুলি চিহ্নিত করেছিলেন। পিডব্লিউ১ হিসাবে আবেদনকারীর জবানবন্দি ইঙ্গিত দেয় যে আবেদনকারী এবং প্রতিপক্ষ লেনদেনের আগে প্রায় ৭ থেকে ৮ বছর ধরে একে অপরের পরিচিত ছিলেন। সেই দৃষ্টিতে, ১৯৯৬ সালে প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর কাছে যান, তাঁর আর্থিক সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁর আর্থিক প্রয়োজনের কারণে সিরসিতে সম্পত্তি বিক্রি করার প্রস্তাব দেন। সেই আলোকে, মূল্য চূড়ান্ত করা হয়েছিল। ৪,০০,০০০-(মাত্র চার লক্ষ টাকা) এবং তারিখের একটি চুক্তি কার্যকর করার পরে ০৬.০৬.১৯৯৬ (প্রদর্শনী পি-৬), অগ্রিম পরিমাণ। ৩,৫০,০০০-মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা (মাত্র তিন লক্ষ টাকা) প্রদান করা হয়েছিল। ৫০, ০০০/- টাকা (মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা) রেজিস্ট্রেশনের সময় পরিশোধ করতে হবে এবং লেনদেনটি ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। অভিযোগ করা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ কোনও না কোনও অজুহাতে রেজিস্ট্রেশন স্থগিত রেখেছিলেন। অতএব, একটি তদন্তে আবেদনকারী জানতে পেরেছিলেন যে সম্পত্তিটি আসলে প্রতিপক্ষর বাবার নামে ছিল এবং প্রতিপক্ষ পরম মালিক ছিলেন না। যেহেতু প্রতিপক্ষ বিক্রি করার জন্য অনুমোদিত ছিলেন না, তাই আবেদনকারী চুক্তিটি বাতিল করতে এগিয়ে যান এবং অগ্রিম পরিমাণ ফেরত দেওয়ার দাবি জানান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিপক্ষর দ্বারা ১৭.০৫.১৯৯৮ (প্রদর্শনী পি-২) তারিখের চেকটি টানা হয়েছিল ১,৫০,০০০-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) টাকার যা তার দ্বারা প্রদত্ত অগ্রিম অর্থের অংশ ছিল। চেকটি উপস্থাপিত হওয়ার পরে তা অসম্মানিত হয়েছিল। ব্যাঙ্কের জারি করা মেমোটি প্রদর্শনী পি-৩ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আবেদনকারীর জারি করা নোটিশ এবং ডাকের রসিদটি প্রদর্শনী পি-৪ এবং পি-৫ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রতিপক্ষ জেএমএফসি আদালতে কোনও খণ্ডনমূলক

প্রমাণ উপস্থাপন করেননি, যদিও ফৌজদারি কার্যবিধি এর ধারা ৩১৩ এর অধীনে বিবৃতি রেকর্ড করার সময় তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অপরাধমূলক পরিস্থিতিগুলি তিনি অস্বীকার করেছিলেন।

৭. সেই প্রেক্ষাপটে, বিজ্ঞ বিচারপতি এম. এফ. সি নোট করে যে, প্রদর্শনী পি-৬ তারিখের চুক্তিতে স্বাক্ষর, বিশেষ করে প্রদর্শনী পি-২-এ টি. এম চেকের ক্ষেত্রে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়েছে, এটি এন. আই আইনের ১১৮ ও ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমান উত্থাপন করে, যা প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। অতএব, বিদ্বান বিচারপতি এম. এফ. সি প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বিজ্ঞ দায়রা বিচারক প্রমাণের পুনঃপ্রশংসায় দোষী সাব্যস্ত এবং সাজা নিশ্চিত করেছেন। তবে প্রতিপক্ষ পুনর্বিবেচনার পিটিশনে যুক্তিটি যুক্তি দেওয়ার সময়ই রেখেছিলেন যে, আবেদনকারী অর্থ প্রদান করেননি, তবে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে চেক (প্রদর্শনী পি-২) এবং চুক্তিতে (পি-৬) তাঁর স্বাক্ষর সুরক্ষিত করা হয়েছিল। তাঁর পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি সিরসির দেওয়ানি বিচারপতির আদালতে একটি মামলার পক্ষ ছিলেন, যেখানে তিনি শ্রী রাম যোশী নামে একজন আইনজীবীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর আরও একটি মামলা ছিল যে, শ্রী টি. এম বিশ্বনাথ হেগড়ে, যিনি শ্রী রাম যোশীর কনিষ্ঠ, আবেদনকারীর আত্মীয়। এইভাবে তিনি প্রভাবশালী অবস্থানে থাকায় স্বাক্ষর পেয়েছিলেন।

৮. যুক্তিতর্কের সময় প্রথমবার সংশোধনে উত্থাপিত উক্ত যুক্তিটি গ্রহণ করে বিদ্বান একক বিচারক বলেন যে, আবেদনকারী প্রমাণ করার ভার বহন করেননি যে তিনি প্রতিপক্ষকে ৩,৫০,০০০/- টাকা (মাত্র তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) দিয়েছেন এবং চেকটি তার একটি অংশ প্রদানের জন্য জারি করা হয়েছে। বিদ্বান একক বিচারপতির মতামত ছিল যে প্রদর্শনী পি-৬-এর চুক্তিটিও বিশ্বাস করা যায় না।

৯. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী শ্রী রাজেশ ইনামদার যুক্তি দেখিয়েছেন যে প্রদর্শনী পি-৬-এর নথিতে স্বাক্ষর এবং প্রদর্শনী পি-২-এর চেকটি প্রতিপক্ষর দ্বারা বিতর্কিত নয়। সেই দৃষ্টিতে, এটি যুক্তি দিয়েছিল যে বিদ্বান বিচারপতি এম. এফ. সি প্রতিপক্ষর বিরুদ্ধে অনুমান উত্থাপন এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল কারণ কোনও প্রত্যাখ্যানমূলক প্রমাণ বা বিপরীত উপাদান ছিল না। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে প্রদর্শনী পি-৬-এর নথিতে নির্ভর করা হয়েছিল যে পক্ষগুলির মধ্যে একটি লেনদেন হয়েছিল যার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু হাইকোর্ট যে পদ্ধতিতে উক্ত নথিতে অ্যাডভার্ট করেছে তা এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে একটি কার্যধারার প্রয়োজনীয়তার আওতার বাইরে। এই পরিস্থিতিতে, এটা দাবী করা হচ্ছে যে, শ্রদ্ধেয় একক বিচারক বিষয় থেকে

বেরিয়ে গিয়েছেন এবং নিম্ন আদালতের সমবর্তী রায়গুলিকে বাতিল করে দিয়েছেন, যদিও সংশোধন আবেদনে সীমিত পরিসর ছিল।

১০. বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী জি. ভি. চন্দ্রশেখর বলেন যে, বিচার আদালত এবং নিম্ন আপিল আদালত সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি পরীক্ষা করেনি। পরিবর্তে, শুধুমাত্র চেকে স্বাক্ষর করা হয়েছে বলে আদালত একটি অনুমান উত্থাপন করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, যদিও রেকর্ডের কোনও প্রমাণ নেই যা দেখায় যে আবেদনকারীর কাছে তহবিল রয়েছে এবং এটি আসলে আইনত আদায়যোগ্য ঋণ গঠনের জন্য তিনি বিবাদীকে প্রদান করেছিলেন। এটি যুক্তি দিয়েছিল যে হাইকোর্ট যে পরিস্থিতিতে চেক স্বাক্ষরিত হয়েছিল সে সম্পর্কে পরীক্ষা ও উপসংহারে ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং সেই আলোকে, দোষী সাব্যস্ত করা বাতিল করে দিয়েছিল। আদেশটি তাই হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না তার যুক্তি।

১১. এই মামলায় উদ্ভূত তথ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিতর্কের প্রকৃতি থেকে, রেকর্ডটি প্রকাশ করবে যে প্রদর্শনী পি-৬ এবং পি-২-এর নথিতে স্বাক্ষর বিতর্কিত নয়। প্রদর্শনী পি-২ হল অসম্মানিত চেক যার ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। বিচারপতি এম. এফ. সি-র কাছে জমা দেওয়া প্রমাণ থেকে, এটি স্পষ্ট যে প্রতিপক্ষ চেকে স্বাক্ষর নিয়ে বিতর্ক করেননি। যদি এটি সেই অবস্থান হয়, যা আদালত দ্বারা উল্লিখিত একটি অনুমানের অধীনে ১৩৯ ধারার অধীনে আপিলকারীর পক্ষে উত্থাপিত হবে যিনি চেকের ধারক ছিলেন। এন. আই আইনের ১৩৯ ধারা এখানে নিম্নরূপ পড়েঃ-

> **"১৩৯. ধারকের পক্ষে অনুমান**- এটি অনুমান করা হবে, যদি না এর বিপরীত প্রমাণিত হয়, যে কোনও চেকের ধারক কোনও ঋণ বা অন্যান্য দায়বদ্ধতার সম্পূর্ণ বা আংশিক নিষ্পত্তির জন্য ধারা ১৩৮-এ উল্লিখিত প্রকৃতির চেক পেয়েছেন।

১২. "প্রতিপক্ষর দ্বারা চেক স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে" আবেদনকারীর দ্বারা অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে, এন.আই. আইনের ১১৮ (ক) ধারার অধীনে প্রদত্ত বিবেচনার অনুমোদনের বিষয়টি উত্থাপিত হবে, যা নিম্নরূপঃ-

> "১১৮. আলোচনাযোগ্য দলিল সম্পর্কে অনুমান-বিপরীত ১ গুলি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, নিম্নলিখিত অনুমানগুলি করা হবেঃ-
>
> (ক) বিবেচনার জন্য-যে প্রতিটি আলোচনাযোগ্য দলিল বিবেচনার জন্য তৈরি করা হয়েছিল বা টানা হয়েছিল এবং এই জাতীয় প্রতিটি দলিল, যখন এটি গ্রহণ করা হয়েছে, ইনডোর্স করা হয়েছে, আলোচনা করা হয়েছে বা হস্তান্তর করা হয়েছে, গ্রহণ করা হয়েছে, ইনডোর্স করা হয়েছে, আলোচনার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে বা বিবেচনার জন্য স্থানান্তর করা হয়েছে।

১৩. উপরের উল্লিখিত বিধানগুলি স্পষ্ট যে বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের অনুমান অব্যাহত থাকবে। সেই বিষয়ে আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী কে ভাস্করন বনাম শঙ্করন বৈদ্যন বালান ও আনার (১৯৯৯) ৭ এসসিসি ৫১০-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন যেখানে এটি নিম্নরূপ ধারণ করা হয়েছেঃ-

"৯. যেহেতু চেকে স্বাক্ষর অভিযুক্তের বলে স্বীকার করা হয়েছে, তাই আইনের ১১৮ ধারায় বর্ণিত অনুমানটি আইনত অনুমান করা যেতে পারে যে চেকটি সেই তারিখে বিবেচনার জন্য তৈরি করা হয়েছিল বা টানা হয়েছিল যে তারিখে চেকটি বহন করে। আইনের ১৩৯ ধারায় আদালতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, চেকের ধারক কোনও ঋণ বা দায় পরিশোধের জন্য তা গ্রহণ করেছেন। অভিযুক্তের উপর উপরোক্ত অনুমান প্রত্যাখ্যান করার ভার ছিল। ট্রায়াল কোর্টকে এই অনুমান প্রত্যাখ্যান করার জন্য ডিডব্লিউ-১-এর আগ্রহী সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করতে রাজি করানো হয়নি। উক্ত সিদ্ধান্তটি হাইকোর্ট বহাল রেখেছিল। অভিযুক্তদের পক্ষে এখন সেই বিষয়ে ভিন্নভাবে তর্ক করার সুযোগ নেই।

১৪. প্রত্যর্থীর বিদ্বান কৌঁসুলি অবশ্য বাসালিঙ্গাপ্পা বনাম মুদিবাসপ্পা (২০১৯) ৫ এস. সি. সি ৪১৮ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে এটি নিম্নরূপঃ-

"২৫. আমরা ১১৮ (ক) এবং ১৩৯ ধারায় উপরোক্ত মামলাগুলিতে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাত লক্ষ্য করেছি, আমরা এখন এই আদালত দ্বারা গণনা করা নীতিগুলিকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্তসার করছিঃ

২৫.১ একবার চেক কার্যকর করা হলে আইনের ১৩৯ নং ধারায় এই অনুমান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, চেকটি কোনও ঋণ বা অন্যান্য দায় মেটানোর জন্য ছিল।

২৫.২. ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমান একটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য অনুমান এবং সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা উত্থাপন করার দায়িত্ব অভিযুক্তের উপর। অনুমান প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রমাণের মান সম্ভাবনার প্রাধান্য।

২৫.৩. অনুমান প্রত্যাখ্যান করার জন্য, অভিযুক্তের পক্ষে তার নেতৃত্বাধীন প্রমাণের উপর নির্ভর করা উন্মুক্ত নয়তো অভিযুক্ত সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা উত্থাপন করার জন্য অভিযোগকারীর জমা দেওয়া উপকরণের উপরও নির্ভর করতে পারে। সম্ভাবনার প্রাধান্য সম্পর্কে অনুমান কেবল পক্ষগুলির দ্বারা নথিতে আনা উপকরণগুলি থেকে নয়, তারা যে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে তার রেফারেন্স থেকেও নেওয়া যেতে পারে।

২৫.৪. অভিযুক্তের পক্ষে তার প্রতিরক্ষার সমর্থনে সাক্ষী বাক্সে আসার প্রয়োজন নেই, ধারা ১৩৯ একটি প্ররোচনামূলক বোঝা নয়, বরং একটি সাক্ষ্যমূলক বোঝা চাপিয়ে দেয়।

২৫.৫. অভিযুক্তের পক্ষে তার পক্ষ সমর্থন করার জন্য সাক্ষী বাক্সে আসার প্রয়োজন নেই।

২৬. উপরোক্ত আইনি প্রস্তাবনা প্রয়োগ করে বর্তমান মামলার প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট যে, চেকের ওপর স্বাক্ষর স্বীকার করার কারণে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট (N.I. Act) এর ধারা ১৩৯ অনুযায়ী একটি অনুমান তৈরি হয় যে চেকটি ঋণ বা দায় পরিশোধের উদ্দেশ্যে ইস্যু করা হয়েছিল। পরীক্ষা করতে হবে যে, অভিযুক্ত কোনও সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা উত্থাপন করেছেন কি না। পিডাব্লিউ১-এর জেরা চলাকালীন, যখন সুনির্দিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে চেকটি অভিযুক্তের দ্বারা নেওয়া ২৫,০০০/- টাকার ঋণের সাথে সম্পর্কিত কি না, তখন পিডাব্লিউ১ বলেন যে তিনি মনে করতে পারছেন না। পিডাব্লিউ১ তার সাক্ষ্যে স্বীকার করেন যে তিনি ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন এবং সেই সময় তিনি ৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সুবিধা পান, যা অভিযোগকারী নগদায়ন করেন। এছাড়াও, প্রমাণে আনা হয় যে ২০১০ সালে অভিযোগকারী একটি বিক্রয় চুক্তি করেন এবং বলানা গৌড়াকে ৪,৫০,০০০/- টাকা বিক্রয় মূল্যের জন্য প্রদান করেন। অভিযোগকারী ২০১০ সালে ৪,৫০,০০০/- টাকা প্রদান এবং ৫০,০০০/- টাকার ঋণ পরিশোধ স্বীকার করেছেন, যার জন্য তিনি মামলা নং ১১৯/২০১২ দায়ের করেছিলেন (যা প্রদর্শনী ডি-২ হিসাবে নথিভুক্ত)। এই প্রেক্ষাপটে, অভিযোগকারীর আর্থিক সামর্থ্য প্রমাণ করার দায় তার ওপর পড়ে। অভিযোগকারীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, তিনি ২০১০-২০১১ সালে মোট ১৮ লক্ষ টাকা প্রদান করেছিলেন। জেরা চলাকালীন, অভিযুক্তকে ৬ লক্ষ টাকা প্রদানের আর্থিক সামর্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অভিযোগকারী সন্তোষজনক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। ফলে, প্রমাণাদিতে থাকা তথ্য অভিযুক্তের পক্ষে একটি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা গঠন করে, যা অভিযোগকারীর ওপর তার আর্থিক সামর্থ্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রমাণের দায় স্থানান্তর করে।

"১৫. সেই আলোকে, এটি যুক্তি দিয়েছিল যে আবেদনকারী সি দ্বারা উপস্থাপিত উপাদানগুলি এবং পিডব্লিউ-১ দ্বারা তার ক্রস-সেক্সামিনেশনে সম্পত্তির বিবরণ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব সম্পর্কিত উত্তরগুলি ইঙ্গিত করবে যে লেনদেনটি সন্দেহজনক এবং কোনও প্রমাণ ১ গুলি দেওয়া হয়নি যা ইঙ্গিত করে যে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, প্রতিপক্ষর জন্য দরপত্র প্রত্যাখ্যান প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না তবে উপস্থাপিত মামলাটি ইঙ্গিত করার জন্য যথেষ্ট হবে যে প্রতিপক্ষ সফলভাবে অনুমানটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১৬. আইনের অবস্থানের ক্ষেত্রে, এনআই আইনের ১১৮ এবং ১৩৯ ধারায় উল্লিখিত বিধানগুলি এবং এই আদালত কর্তৃক প্রণীত আইনের উচ্চারণের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই কারণ এতে কোনও অস্পষ্টতা নেই। এই ক্ষেত্রে, বাসলিঙ্গপ্পা বনাম মুদিবাসাপ্পা (উপরে উল্লিখিত) প্রতিপক্ষর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির দ্বারা নির্ভর করেছিলেন, যদিও তথ্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত উপসংহারটি অনুমান উত্থাপন করার বিরুদ্ধে ছিল, তবে তথ্য এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা কারণ উক্ত মামলায় দাবি করা পক্ষগুলির মধ্যে লেনদেন সেই মামলার তথ্যের সাথে অদ্ভুত যেখানে বিবেচনার অর্থ প্রদান করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছিল আদালত বিভিন্ন লেনদেন এবং জড়িত পরিমাণের পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে অনুগ্রহ পায়নি। যাইহোক, স্বাক্ষর গ্রহণের বিষয়ে এনআই আইনের ১১৮ এবং ১৩৯ ধারার অধীনে উদ্ভূত অনুমান সম্পর্কিত আইনি অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। অতএব, সেখানে প্রত্যাখ্যান আছে কি না তা প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

১৭. তাৎক্ষণিক তথ্যে, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, মামলাটি ছিল যে পক্ষগুলির মধ্যে একটি লেনদেন হয়েছিল যেখানে প্রতিপক্ষ বাড়িটি বিক্রি করতে সম্মত হয়েছিলেন যার জন্য অগ্রিম পরিমাণ ৩,৫০,০০০/- টাকা (মাত্র তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) প্রদান করা হয়েছিল। প্রতিপক্ষর জারি করা চেকটি অগ্রিম পরিমাণের আংশিক পরিশোধের জন্য ছিল কারণ আবেদনকারী বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রতিপক্ষর সম্পত্তির যথাযথ মালিকানা নেই এবং লেনদেনটি এগিয়ে নেওয়া যায় না। যেহেতু চুক্তিতে স্বাক্ষর (প্রদর্শনী পি-৬) এবং আরও বিশেষত অসম্মানিত চেক (প্রদর্শনী পি-২) বিতর্কিত ছিল না, তাই আইনে প্রদত্ত অনুমান উত্থাপিত হয়েছিল। এই ধরনের অনুমান প্রত্যাখ্যান না হওয়া পর্যন্ত থাকবে। যাইহোক, প্রশ্নটি হল যে, নথিতে উপলব্ধ উপাদান বা উত্থাপিত যুক্তিতর্কের প্রকৃতি থেকে এটি সংগ্রহ করা যেতে পারে কি না যে প্রতিপক্ষর দ্বারা অনুমানটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। হাইকোর্ট যেমন উল্লেখ করেছে, প্রতিপক্ষর যুক্তি ছিল যে আপিলকারীর আত্মীয় তাঁর আইনজীবী শ্রী রাম যোশীর অফিসে জুনিয়র ছিলেন, যিনি একটি দেওয়ানি মামলায় প্রতিপক্ষর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সেই আলোকে, আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, এই ধরনের প্রভাবশালী অবস্থানের কারণে, অর্থ প্রদান না করা হলেও প্রতিপক্ষকে চুক্তি এবং চেকে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই গল্পটি প্রথমবার হাইকোর্টের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই বিষয়ে কোনও পরামর্শ বা স্বীকারোক্তি নেই যা প্রতিপক্ষর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা দাবি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পিডব্লিউ১-এর কাছে তাঁর জেরা করার সময় যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তা হল আবেদনকারীর খুড়তুতো ভাই একজন উকিল ছিলেন এবং তিনি চুক্তিতে প্রবেশের আগে তাঁর সাথে পরামর্শ করেছিলেন কিনা, যার উত্তরে পিডব্লিউ১-এর উত্তর ছিল যে তিনি তা করার প্রয়োজন খুঁজে পাননি। তার চাচাতো ভাই একজন

আইনজীবী এমন স্বীকারোক্তি থেকে এই উপসংহারে পৌঁছানো যায় না যে, তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি প্রভাবশালী অবস্থানে ছিলেন।

১৮. বিদ্বান একক বিচারক অবশ্য উক্ত গল্পটি গ্রহণ করার সময় সম্পত্তির বিবরণ সম্পর্কিত চুক্তিতে (প্রদর্শনী পি৬) কিছু অসঙ্গতি উল্লেখ করেছেন এবং আপিলকারী সম্পত্তি পরিদর্শন না করা বা সম্পত্তির অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার বিষয়ে স্বীকার করেছেন। আমাদের মতে, এই ধরনের বিবেচনা জার্মান ছিল না এবং মামলা মোকদ্দমার প্রকৃতির বাইরে ছিল। বিদ্বান একক বিচারক দ্বারা যে পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়েছে সেভাবে চুক্তির বৈধতা উত্থাপিত হতে পারে যদি এটি একটি সমস্যা হিসাবে উত্থাপিত হয় এবং চুক্তির নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য একটি মামলায় বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়। একে, চিন্নাস্বামী রেড্ডি বনাম, অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য এবং এ. আই. আর. ১৯৬২ এস. সি. ১৭৮৮-এর রায়, যার উপর প্রতিপক্ষর বিদ্বান উকিল নির্ভর করেছিলেন, তা বর্তমান তথ্যে সহায়ক হবে না। প্রথমত, উক্ত সিদ্ধান্তে এই আদালত পুনর্বিবেচনার পিটিশনে হাইকোর্টের কাছে উপলব্ধ সীমিত ক্ষমতা প্রকাশ করেছে। অন্যথায়, বিচারে বিচার আদালতের সামনে ভিত্তি হিসাবে উত্থাপিত হয়নি এমন যুক্তিগুলির উপর বিদ্বান একক বিচারক যেভাবে টি. এম-কে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে নিয়ে গেছেন আমরা তা অস্বীকার করেছি। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, উক্ত চুক্তিটি (প্রদর্শনী পি-৬) কেবলমাত্র সীমিত পরিমাণে নির্ভর করা হয়েছিল যা নির্দেশ করে যে পক্ষগুলির মধ্যে একটি লেনদেন হয়েছিল যার কারণে পরিশোধের পরিমাণ অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। সেই পরিমাণে নথিটি প্রমাণ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল এবং ক্রস-পরীক্ষায় এই জাতীয় প্রমাণকে অসম্মান করা হয়নি।

১৯. অধিকন্তু, যদিও প্রতিপক্ষ এই যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে আবেদনকারীর কোনও আত্মীয় তাঁর আইনজীবীর কনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি চেকে স্বাক্ষর সুরক্ষিত করার জন্য তাঁর প্রভাবশালী অবস্থানটি ব্যবহার করেছেন, তবে পক্ষগুলির মধ্যে কোনও লেনদেন না হলে প্রতিপক্ষর স্বাক্ষর সুরক্ষিত করার জন্য তাঁর কেন এত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল তা নির্দেশ করার জন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই। রেকর্ড থেকে স্পষ্ট যে, চেকের অসম্মানের বিষয়ে আবেদনকারীর জারি করা নোটিশ এবং অর্থ প্রদানের দাবি, যদিও প্রতিপক্ষর কাছ থেকে পাওয়া গেছে, তার উত্তর দেওয়া হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে, সত্য না হলে এই ধরনের যুক্তি তুলে ধরার জন্য উপলব্ধ প্রথম সুযোগটি কাজে লাগানো হয়নি। এমনকি জেএমএফসি এর সম্মুখে বিচারকার্যের সময়েও, প্রতিপক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধি এর ধারা ৩১৩ এর অধীনে রেকর্ডকৃত বিবৃতিতে এমন কোনও ব্যাখ্যা দেননি এবং নিজে বা কোনও সাক্ষীকে

এই বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্যও বেছে নেননি। বিজ্ঞ দায়রা বিচারকের কাছে দায়ের করা আবেদনেও এই যুক্তি উত্থাপিত হয়নি।

২০. উপরন্তু, যে গল্পটি একটি পরবর্তী চিন্তা থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে, তা আপাতদৃষ্টিতে রেকর্ডের বিপরীত বলে মনে হয় কারণ প্রতিপক্ষর পক্ষ থেকে টি. এম-এর যুক্তি হল যে, শ্রী রাম যোশীর অফিসে জুনিয়র উকিলের প্রভাবশালী অবস্থানটি স্বাক্ষর সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল যখন প্রতিপক্ষ পূর্ববর্তী দেওয়ানি মামলায় উক্ত উকিলদের নিযুক্ত করেছিলেন। বর্তমান মামলার কারণ শিরোনাম থেকে, বিচারপতি এম. এফ. সি-এর আগে ফৌজদারি মামলা নং ৭৯০ ২০০০-এ, এটি দেখা যায় যে শ্রী রাম যোশী সেই একই বিদ্বান উকিল যিনি এই মামলায় প্রতিপক্ষর পক্ষে ছিলেন। যা বলা হচ্ছে তা যদি সত্য হয়, তা হলে প্রতিপক্ষ উক্ত আইনজীবীর নজরে তা নিয়ে আসতেন এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে সেই একই আইনজীবীকে নিযুক্ত করতেন না, যাঁর কনিষ্ঠের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল এবং তাঁকে অসম্মানমূলক চেক সম্পর্কিত মামলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিযুক্ত করতেন না, যা একই বিষয়ের বিষয় ছিল। যদি চেকটি এমন পরিস্থিতিতে নেওয়া হয়ে থাকে এবং তা স্বেচ্ছায় ইস্যু করা না হয়, তবে এটি বোঝা কঠিন যে কেন এটি মাত্র ১,৫০,০০০/- টাকা (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) এর জন্য ইস্যু করা হবে, যখন আপিলকারীর দাবি হলো যে ৩,৫০,০০০/- টাকা (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) অগ্রিম প্রদান করা হয়েছিল এবং পুরো অগ্রিম পরিমাণ পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন ছিল। এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক আচরণ হতো পুরো পরিমাণের জন্য একটি চেক গ্রহণ করা। উপরের সমস্ত দিক বিবেচনা করে, প্রতিপক্ষের পক্ষে উত্থাপিত মামলা খণ্ডনের মানদণ্ড পূরণ করে না, এমনকি এটি সম্ভাবনার প্রাধান্য পরীক্ষার ভিত্তিতে বিচার করলেও। তাই, বর্তমান পরিস্থিতিতে, এটি বলা যায় না যে আপিলকারীর পক্ষে ওঠা অনুমান প্রতিপক্ষ দ্বারা সফলভাবে খণ্ডিত হয়েছে। সুতরাং, হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটি যথাযথ নয়।

২১. উপরোক্ত উপসংহারে পৌঁছনোর পর, বিদ্বান বিচারপতি এম. এফ. সি-র রায় পুনরুদ্ধার করা স্বাভাবিক হবে। যদিও সেই ক্ষেত্রে, আমরা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আদেশটি নিশ্চিত করি, আমরা এই পর্যায়ে আরোপিত উপযুক্ত সাজা সম্পর্কিত আমাদের চিন্তাশীল বিবেচনা করেছি, যাতে; এই সময়ে প্রতিপক্ষকে কারারুদ্ধ করা বা জরিমানা আরোপের জন্য সাজা সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন কিনা। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশ্নযুক্ত লেনদেনটি কোনও আউট অ্যান্ড আউট বাণিজ্যিক লেনদেন নয়। ট্রায়াল কোর্টের সম্মুখে আপিলকারীর মামলাটি ছিল যে, বিপক্ষপক্ষ আর্থিক সংকটে ছিলেন এবং এমন পরিস্থিতিতে তিনি তার বাড়ি বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যার জন্য আপিলকারী অগ্রিম অর্থ

প্রদান করেছিলেন। অগ্রিম অর্থের একটি অংশ পরিশোধের জন্য সাবজেক্ট চেক জারি করা হয়েছে যেহেতু বিক্রয় লেনদেনটি এগিয়ে নেওয়া যায়নি। সেই পটভূমিতে, যে বিষয়টিও উপেক্ষা করা যায় না তা হল যে লেনদেনটি হওয়ার তারিখ থেকে আড়াই দশকেরও বেশি সময় কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে পক্ষগুলির মর্যাদায় অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন হবে। এছাড়াও, এই আদালত কৌশল্যা দেবী মাসান্দ বনাম রূপকিশোর খোরে (২০১১) ৪ এস.সি.সি ৫৯৩ মামলায় যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে, এন. আই আইনের অধীনে অভিযোগের গুরুত্বকে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ বা অন্যান্য ফৌজদারি অপরাধের বিধানের অধীনে কোনও অপরাধের সাথে তুলনা করা যায় না। সেই দৃষ্টিতে, আমাদের মতে, তাৎক্ষণিক মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, যদি একটি বর্ধিত জরিমানা আরোপ করা হয় তবে তা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ করবে। কেবলমাত্র যদি আসামী-অভিযুক্ত জরিমানা প্রদানের জন্য এর সুবিধা না নেয় তবে পরিবর্তে খেলাপি হয়, তবে সে কারাদন্ডের আহ্বান জানাবে। অতএব, সাজায় যথাযথ পরিবর্তন করা হয়েছে নীচে উল্লিখিত পদ্ধতিতেঃ

২২. উপরোক্ত সমস্ত কারণের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত আদেশ দেওয়া হলো:

(i) ০১.১২.২০০৯ তারিখে হাইকোর্ট কর্তৃক ক্রিমিনাল রিভিশন পিটিশন নং ১২৮২/২০০৬ এবং ১৪৮১/২০০৬ এ প্রদত্ত আদেশ বাতিল করা হলো।

(ii) সি.সি. নং ৭৯০/২০০০-এ জেএমএফসি কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ পুনরুদ্ধার করা হলো।

(iii) ছয় মাসের সহজ কারাদণ্ড এবং ২,০০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ মাত্র) জরিমানার সাজা সংশোধন করা হলো। প্রতিপক্ষ/অভিযুক্তকে তিন মাসের মধ্যে ২,৫০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) জরিমানা প্রদান করতে আদেশ দেওয়া হলো। জরিমানা প্রদানে ব্যর্থ হলে, প্রতিপক্ষ/অভিযুক্ত ছয় মাসের সহজ কারাদণ্ড ভোগ করবেন।

(iv) জরিমানার পরিমাণ থেকে ২,৪০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র) আপিলকারী/অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হবে।

(v) ৮৪৯-৮৫০/২০১১ নং আপিল আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হলো।

(vi) যে কোনো মুলতুবি আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হলো।

অঙ্কিত গ্যান আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/**Arka Sadhu**